বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪২৩
২৬ মার্চ ২০১৭

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যাবের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি র‍্যাবের সেইসব দেশপ্রেমিক অসীম সাহসী সদস্যগণকে, যাঁরা দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

দেশের এলিট ফোর্স হিসেবে র‍্যাব সদস্যগণের পেশাদারিত্ব ও দৃঢ় মনোভাব দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ একটি স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও চরমপন্থী দমন, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, মাদকের অপব্যবহার ও বিস্তার রোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাবের সদস্যগণ ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় উঁচু পেশাদারী মনোভাব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে জনমনে আস্থা স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তাসহ চিহ্নিত সন্ত্রাসী, জঙ্গি, চরমপন্থীসহ জনজীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সকল অশুভ শক্তিকে আইনের আওতায় আনতে আগামী দিনগুলোতেও র‍্যাবের সদস্যগণ উঁচুমানের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে-জাতি তা প্রত্যাশা করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ, বঞ্চনা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অবদান রাখবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি র‍্যাবের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ শুভলগ্নে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রতিটি সদস্যই আন্তরিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, পেশাদারী মনোভাব এবং অকৃত্রিম দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। জঙ্গি, চরমপন্থি ও সন্ত্রাস দমন, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, জলদস্যু/বনদস্যু গ্রেফতার, ভেজাল বিরোধী অভিযান সহ সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এক অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলছে।

বর্তমান সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত কঠোর। সে লক্ষ্যে র‍্যাবকে একটি ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে র‍্যাবের আভিযানিক সাফল্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে; যার দরুন দেশে যেমন উন্নয়নের গতিধারা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের একটি চৌকস ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আনন্দঘন মুহূর্তে আমি র‍্যাবের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এ শুভমুহূর্তে যে সকল অকুতোভয় র‍্যাব সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

এলিট ফোর্স র‍্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জঙ্গি, চরমপন্থি ও সন্ত্রাস দমন, পেশাদার অপরাধী গ্রেপ্তার, অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে যা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য চৌকস পেশাদারি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছেন। স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে র‍্যাব অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে র‍্যাব সদস্যগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর উন্নতির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে একটি সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ কে এম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম)

র‍্যাবের সাফল্যমণ্ডিত পথ-পরিক্রমা

কর্ণেল মোঃ আনোয়ার লতিফ খান, বিপিএম, পিএসসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস), র‍্যাব ফোর্সেস

ভূমিকাঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের পটভূমিতে মানুষের উদ্দীপ্ত পদচারণা একটি অনবদ্য ইতিহাস। সেই আদিম যুগ হতে শুরু করে আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে মানবতার ক্রমবর্ধমান কর্মযজ্ঞ যেন আর্শীবাদেরই নামান্তর। এ সকল প্রেক্ষাপটে আজকের মানুষ শুধু অর্থনৈতিক গণ্ডীতে না বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও সদা বিরাজমান। সমাজ ও সংস্কৃতিতে তার নিরাপত্তাবোধ ও আভিজাত্যবোধ তথা স্থিতিশীল ও আরামদায়ক পরিবেশ ও প্রতিবেশ যেন একান্তই কাম্য। সে লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন বিভাগসমূহ। বাংলাদেশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। উন্নয়ন, প্রগতি ও নিরাপত্তা এসব ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদৃঢ় নিরাপত্তা বলয়। সেজন্য দরকার হয়েছে র‍্যাবের মতো একটি এলিট ফোর্সের। সময়ের পরিক্রমায় র‍্যাব এখন একটি উজ্জীবিত আদর্শ, একটি বীরগাঁথা গল্প, একটি সফল এলিটফোর্সের দীপ্তকণ্ঠ।

পটভূমিঃ লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত আমাদের এ গৌরবোজ্জল বাংলাদেশ। লাল সবুজের এ বাংলায় সকল মানুষই সেই অতীত কাল হতে সম্প্রীতি ও সংহতির এক অপরূপ বার্তা প্রদর্শন করে এগিয়ে চলেছে স্বকীয় চিন্তা ও চেতনার আবরণে। তবুও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বাস্তবায়ন করার তাগিদে সংবিধানে বর্ণিত আছে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য, মৌলিক অধিকার ও রক্ষাকবচ সংক্রান্ত বিষয়গুলো। সরকার তার নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন সভার মাধ্যমে এগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এভাবে সাংবিধানিক বিধি বিধান ও নির্দেশনার আলোকে নাগরিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা দেয়া রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়গুলোতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠা উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানী, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতার মতো ভয়াবহ বিষয়গুলো মোকাবেলা করার জন্য র‍্যাবের মতো একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে, গড়ে ওঠে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

গঠনঃ বিশ্বায়ন ও উত্তরাধুনিকতাবাদের ফলে মানুষের জীবনধারণে যেমন এসেছে ভিন্নতা ও গতিময়তা তেমনি অপরাধের ধরণ ও প্রকৃতিতে এসেছে বৈচিত্র্যতা। সেকেলের সিঁধেল চুরি নয় বরং তথ্য ও প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়ে অভিনব কায়দায় মহাচুরি করার অভিপ্রায় যেন সভ্যতার ভিতরেই লুকিয়ে ছিল। বস্তুত; দুটি বিষয় অপরাধ বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রথমতঃ দ্রুততম সময়ে অপরাধকে মোকাবেলা করা। দ্বিতীয়তঃ অভিনব প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে সংগঠিত অপরাধকে মোকাবেলা করা। ফলে এমন একটি এলিট ফোর্সের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যা যেকোন ধরণের অপরাধকে দ্রুততম সময়ে মোকাবেলা করতে পারবে এবং নতুন নতুন অপরাধের প্রকৃতিকে সনাক্ত করে তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে "১৯৭৯ সালের দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স (The armed Police Battalion Ordinance)" সংশোধন করে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের যাত্রা শুরু হয়।

র‍্যাবের সাফল্যমণ্ডিত কাহিনীঃ র‍্যাব স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। গঠনের পর হতেই একের পর এক সাফল্য মণ্ডিত গল্পমালার অংশীদার হয়ে পড়ে র‍্যাব। একটি উন্নত ও ডিজিটাল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আইন শৃংখলার স্থিতিশীলতা অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। এসকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাব তার কার্যপরিধির মধ্য থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নিম্নরূপঃ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে অবদানঃ বাংলাদেশসহ সমস্ত বিশ্বে অন্যতম সমস্যা হলো জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ। জঙ্গিবাদ-এটি কোন নির্দিষ্ট ভাষা, এলাকা বা পরিচিতির নাম নয় বরং বহুরূপে, গুণে, বর্ণে মিশ্রিত ধ্বংসাত্মক একটি মতবাদ হলো জঙ্গিবাদ। সাধারণত কোন বিশেষ দল তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও মতাদর্শগত প্রাধান্য বিস্তার করার অভিপ্রায়ে সহিংসতা ঘটায়ে স্বার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কখনো হরকাতুল জিহাদ (হুজি), কখনো জামাতুল মুজাহেদিন অফ বাংলাদেশ (জেএমবি) নামে তারা তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করে থাকে এবং জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। ২০১৬ সালের ১ জুলাই হলি আর্টিজান বেকারীতে জঙ্গীদের হামলা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে নয়জন ইতালীয়ান, সাতজন জাপানী, একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, দুইজন বাংলাদেশী ও একজন ভারতীয়সহ মোট বিশজন নিহত হন এবং তাদের এ আক্রমণ ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও পরিকল্পিত। তাই তারা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নারকীয় সেই হত্যাযজ্ঞের বীভৎস ছবি সামাজিক মিডিয়াতে ছেড়ে দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে। এভাবে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কালো থাবা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তখন বহুমাত্রিক গুণে র‍্যাবের পদচারণা দীপ্ত আওয়াজে উদিত হতে থাকে। জেএমবির প্রধান সংগঠক শায়খ আব্দুর রহমান, দ্বিতীয় নেতা মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইসহ প্রায় ১২৮৪ জন জঙ্গিকে র‍্যাব গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখ করার মত রয়েছে বর্তমান সময়ের জেএমবির সারোয়ার-তামিম গ্রুপের প্রধান সারোয়ার জাহান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান। এছাড়া র‍্যাবের চৌকস অফিসারদের অনুপম অভিজ্ঞতা, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা এবং সুনিপুণ কর্মদক্ষতা ও পরিকল্পনার কারণে গুলশান হামলার পর হতে কুমিল্লায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলার চেষ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৭২ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে ও ০৭ জন আত্মসমর্পন করেছে। এছাড়াও কুমিল্লায় উক্ত হামলা চেষ্টার পর হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ২৯ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে যাদের প্রত্যেকে জেএমবি সদস্য। "অপারেশন ক্লিয়ার" এর মাধ্যমে দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে র‍্যাব আতিয়া মহল হতে ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় ০২টি মৃত দেহ ও ০৯টি বিস্ফোরকসহ বিপুল পরিমানে বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জাম, রাসায়নিক ও ইলেকট্রিনক সরঞ্জাম ও বোমা তৈরীর উপাদান উদ্ধার করতঃ বিস্ফোরক মুক্ত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। জানুয়ারি ২০১৬ হতে এ পর্যন্ত মোট ১১৬ জন জঙ্গিকে র‍্যাব গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৯৪ জন জেএমবির সদস্য, ০৪ জন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, ১৪ জন হুজি সদস্য, ০৩ জন হিযবুত তাহরীর ও ০১ জন শহীদ হামজা ব্রিগেডের সদস্য। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার দেশী-বিদেশী অস্ত্র- ১২টি, গোলাবারুদ-৩৫৮ রাউন্ড, গ্রেনেড/বম্ব/ককটেল -১১১টি, ডেটোনেটর, বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক এবং বিপুল পরিমান উগ্রবাদি বই/সিডি/লিফলেট/পোস্টার জব্দ করেছে র‍্যাব। ফলে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ এখন নির্জীব ও নিষ্প্রাণ প্রায়। র‍্যাবের সফল আভিযানিক সক্ষমতা ও বুদ্ধিদীপ্ত গোয়েন্দা কর্মকান্ডের ফলে জঙ্গীবাদ মুক্ত বাংলা এখন ডিজিটাল বাংলার মত একটি বাস্তবতা, একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য ও নিখুঁত সফলতা।

সুন্দরবন এবং জেলেদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় র‍্যাবের অবদানঃ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। অনুপম পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য আর অপার সৌন্দর্যের ডালিতে পরিপূর্ণ এ বিশ্ব ঐতিহ্যের বনভূমি। সুন্দরবন একদিকে যেমন বিশ্বের সেরা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর মনোমুগ্ধকর হরিণীর আবাসস্থল তেমনি নানা প্রজাতির পাখি ও মাছের উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক দিক হতে এ বন বাঙালি ও বাংলাদেশের কাছে অতীব আপন ও অর্থবহ। এখানকার জেলে, জীবন ও জীবিকা প্রণালী মিলে গড়ে উঠে একটি সুন্দর মেলবন্ধন। কিন্তু তাতে ব্যাঘাত ঘটায় বনদস্যু,জলদস্যু আর ডাকাতদের নীল নকশা। তাই সুন্দর বনের উপকূলীয় মানুষ ও পেশাজীবি তথা কাঠুরে ও জেলেদের উপর চলে আসে নির্যাতনের অমোঘ খড়গ। তাদের বন্দী করে চাওয়া হতো মুক্তিপণ নতুবা হত্যা করা হতো। নিস্তব্ধ করে ফেলা হতো এসব হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে। পাশাপাশি সুন্দরবনের স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হতে থাকে। ফলে র‍্যাবের উপস্থিতির প্রয়োজন ঘনীভূত হতে থাকে। তখন স্থলের পাশাপাশি জলেও র‍্যাবের মহিমা উদ্ভাসিত হতে থাকে। ২০১২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রজ্ঞাপনের আলোকে র‍্যাবের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২০১২ সালে গঠন করা হয় টাস্ক ফোর্স। এ পর্যন্ত র‍্যাবের ১০৮টি সফল অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৪৩ জন জলদস্যু গ্রেফতার, ৫৮৭টি অস্ত্র ও ১৫৫১৪ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। এছাড়া আরও ৭২টি সফল অভিযান পরিচালনা করে ৬৬ জন বনদস্যুকে গ্রেফতার, ৩০৩টি অস্ত্র ও ৭৭০৩ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির কাজে বিশেষ অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক র‍্যাব ফোর্সেসকে Bangabandhu Award For Wildlife Conservation-2015 প্রদান করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি ১০টি জলদস্যু বাহিনীর ১০৭ জন সদস্য ২১৬ টি অস্ত্র এবং ১১৩৮০ রাউন্ড গুলিসহ র‍্যাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় র‍্যাবের পক্ষ থেকে জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করানো ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সুন্দরবন এখন দস্যুদের অভয়ারণ্য নয় বরং এটি একটি নিরাপদ জনপদ যেখানে মনোরম পরিবেশে সুবিশাল জলের কলকাকলি, পাখির কূজন ও মানব জীবনের মধুময় জীবনযাত্রার ছন্দময় গতি সমান্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাসে।

চরমপন্থী দমনে ভূমিকাঃ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা তথা কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ও মেহেরপুর এলাকা একসময় চরমপন্থীদের দখলে ছিল। সন্ত্রাস চাঁদাবাজি, রাহাজানি, খুন লুটতরাজ ছিল এখানকার নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাব তার চিরচেনা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে থাকে। গ্রেফতার করে চরমপন্থী দলের শীর্ষ নেতাদের এবং উদ্ধার করে বিপুল অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে ফিরে আসে শান্তির সুবাতাস ও স্বস্তির আবহ। নিরীহ জনগণকে চাঁদাবাজি আর লাল চিঠির দৌরাত্ম থেকে মুক্ত করার এ সাফল্য গাঁথা এখন এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে উচ্ছ্বসিত ও সূর্যের আলোর মত দেদীপ্যমান। ফলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল এখন একটি শান্ত জনপদের নাম। যার ফলে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য আর প্রাণের উচ্ছ্বাস। র‍্যাবের এ অবদান সত্যিই প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী।

অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের ভূমিকাঃ নারী-পুরুষ, জাতি ও ধর্ম ভেদাভেদে সবাই সমান অধিকার ও মানবাধিকার পাবে এটা মহান সংবিধানে বর্ণিত আছে। রাষ্ট্র এটাই বাস্তাবায়ন করে থাকে। তাই অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার অন্যতম প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে র‍্যাব ১০,১১৭ জনকে অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রেফতার করেছে এবং উদ্ধার করেছে ১৩,৫৭৬টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, ১,৯৯,৭৫৭ রাউন্ড গোলাবারুদ, ১৮,৯৯৩টি ককটেল/বোমা/গ্রেনেড এবং ৫,৬০১.৫৪ কেজি বিস্ফোরক ও ৩৩৪টি ট্যাংক বিধ্বংসী উচ্চ বিস্ফোরক। র‍্যাবের এ কর্মদীপ্ত অভিযানের ফলে দেশে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানী অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং জনজীবনে শান্তি ফিরে আসছে। তালিকাভুক্ত অপরাধীদের প্রতি জিরো টলারেন্স মনোভাব নিয়ে র‍্যাব সদা জাগ্রত। র‍্যাবের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান একদিকে যেমন সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতাকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে তেমনি দাগী ও তালিকাভুক্ত অপরাধীদের গ্রেফতার পূর্বক আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হচ্ছে। র‍্যাব এ পর্যন্ত মোট ১,৭৭,১৬২ জনকে বিভিন্ন অপরাধ ও সন্ত্রাসের দায়ে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

মাদকদ্রব্য ও র‍্যাবের জনমুখী ভূমিকা ঃ মাদকের ভয়াল ছোবলের কবলে গ্রাস হচ্ছে অনেক মানুষের জীবন, যৌবন ও সংসার। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক আঙ্গিনায়ও। তাই মাদকের এ ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় র‍্যাব সর্বদা অকুতোভয় ও নির্ভীক। এ পর্যন্ত র‍্যাব কর্তৃক মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে ৬৩,৭৩৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ৪৬১.২৫৮ কেজি হেরোইন, ২৯,৪০,৫৭৫ বোতল ফেন্সিডিল, ১,৬৮,৬০,৭২৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১,৫৭,১৩২ বোতল বিদেশী মদ, ৩৫,৭০,৪৮৭ লিটার দেশী মদ, ৭১,০৩৪ কেজি গাঁজা, ৩,৬৫,৭৬০ ক্যান বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ২৭ কেজি কোকেন, ২৫.৭২৯ কেজি আফিম, ৭৬,৫৮,৯৪৪টি ভায়াগ্রা ট্যাবলেট, ৫০৯২টি আইসপিল ট্যাবলেট, ৩,৯২,৫৬২টি নেশা জাতীয় ইনজেকশন ও ২,৮০,৬০৯টি সেনেক্সা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। মাদকের বিস্তার রোধ ও উদ্ধার অভিযানে র‍্যাবের সাফল্য সত্যিই অবিস্মরণীয়। র‍্যাবের চৌকস কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতার ফলে এ বিশাল দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

অপহরণ ঃ সংঘবদ্ধ অপরাধীদের কাছে অপহরণ একটি চমকপ্রদ কৌশল। অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা তাদের অন্যতম প্রধান কাজ। র‍্যাবের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও চৌকস গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে অপরাধীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে এবং ভিকটিমকে উদ্ধার করা হচ্ছে। র‍্যাব এ পর্যন্ত ২২৮৪ জন অপহরণকারীকে গ্রেফতার এবং ১৩৯৯ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় র‍্যাবের ভূমিকা ঃ একটি সুষম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান অংশগ্রহণ ও সুযোগ নিশ্চিতকরন জরুরী। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বেড়াজালে এ ধরনের সুষম উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সবসময় সম্ভব হয় না। তাই নারী ও শিশু নির্যাতিত হয় এবং অধিকার বঞ্চিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই র‍্যাব নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় সোচ্চার। ইভটিজিং ও যৌন হয়রানীর অভিযোগে র‍্যাব এ পর্যন্ত ২৭৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মানব পাচার প্রতিরোধে র‍্যাবের ভূমিকা ঃ বিশ্বায়নের এ যুগে অপরাধ ও অপরাধমূলক তৎপরতা শুধু রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সর্বত্র। ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধগুলো এভাবে দেশ ও জাতিকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। মানবপাচার এরকম একটি জঘন্য ঘৃণ্যতম অপরাধ। কখনো দারিদ্রের চাপে কিংবা উন্নত জীবনের স্বপ্নে ভিন দেশে পাড়ি জমাতে চায় কিছু সহজ সরল নাগরিক। একটি সংঘবদ্ধ চক্র বিদেশে পাঠানোর নামে এদেরকে জিম্মি করে ফেলে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে র‍্যাব এ পর্যন্ত ১৬৫ টি অভিযান পরিচালনা করে ৪৭১ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার এবং মানব পাচারের শিকার ৭২৭ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

ভেজাল বিরোধী অভিযানে র‍্যাবের ভূমিকা ঃ সুস্থ দেহ ও মন সকল প্রশান্তির উৎস। আর এর পিছনে যেসব উপাদানের ভূমিকা অপিরিসীম সেগুলো হলো বিশুদ্ধ খাবার ও টেকসই মেডিকেয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু কিছু মুনাফালোভীদের নীল নকশায় এ খাতগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে ভেজাল খাদ্য, পানীয় ও ঔষধের বিরুদ্ধে র‍্যাব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে যুগোপযোগী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছে। অদ্যাবধি খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য পণ্যের ভেজাল সংক্রান্ত অপরাধে র‍্যাবের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১৫৭৯৩ টি মামলায় ১১৫,১২,৭৪,৯১৭.০০ (একশত পনের কোটি বার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত সতের) টাকা জরিমানা ও ৯৮৭৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে র‍্যাবের এ পথচলা আনন্দের, গৌরবের ও প্রশংসার যা টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

উপসংহার ঃ জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান এবং মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ প্রত্যেকটি সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে এগুলো নিশ্চিত করে থাকে। প্রত